TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

মহিলা কমিশন

(১)

মহিলা কমিশনের কাছে ভ্রাতৃবধূ হন্তারক পুত্র গৌতম দেবের মৃত্যুদন্ড চেয়েছেন তার বৃদ্ধা মা

গত ১৮/২/১০ তারিখ প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে সেদিনই কমিশনের সহ-সভানেত্রী দুজন সদস্যসহ তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই কলোনীতে ভাসুরের হাতে নিহত পঞ্চায়েত সদস্য উত্তরা দেব্বর্মার বাড়ীতে ঘটনার তদন্তে যান।

তদন্তে জানা যায় ১৭/২/১০ তারিখ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ রেশন দোকান থেকে ফিরে এসে উত্তরা দেববর্মা ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো মাত্র তার ভাসুর গৌতম দেব একটি মোটা লাঠি হাতে দৌড়ে এসে উত্তরার মাথা ও মুখে বেধড়ক মারতে থাকে। উত্তরা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তার মৃত্যু হয়। বাড়ীতে তখন মৃতার শাশুড়ী ছাড়া কেউ ছিলেননা। এর আগেই মৃতার স্বামী ও অন্যরা যে যার কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরার শাশুড়ী আশা রাণী দেব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা মাত্র দিশেহারা হয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকার সময়ে নিজেও অল্প বিস্তর আহত হন। এরপর গৌতম বাড়ীর পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। খবর পাওয়া মাত্র থানা থেকে পুলিশ এলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গৌতম পুলিশের কাছে ধরা দেয়। গৌতম দেব এখন জেলে আছে।

উত্তরা দেববর্মা তুইসিন্দ্রাই বাড়ী পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যগণ সহ গ্রামের সকলেই সব কাজে দক্ষ উত্তরার গুণের কথা কমিশন সদস্যদের

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা ◻ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

কাছে বলেন। ৭৪ বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ী আশা রাণী দেবের খুব প্রিয় বৌমা ছিলেন উত্তরা। শ্বশুর বাড়ীর সকলেই তাকে খুব ভালবাসতেন। উত্তরা যে সংসারের সকলের জন্য এবং সকল কাজে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন একথা সকলেই বার বার বলছিলেন।

এত গুণের অধিকারিনী উত্তরার অকাল মৃত্যুতে শোকাহত মহিলা কমিশনও। উত্তরার স্বামী সমর্পণ দেব ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মৃতার ভাসুর গৌতম দেবের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন। গৌতম দেবের মা আশারানী দেব বৌমাকে এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি উত্তরার হত্যাকারী, তাঁর ছেলে গৌতম দেবের মৃত্যুদন্ড চেয়েছেন। কমিশনও চায় অপরাধীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিক পুলিশ।

(২)

নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের আরও সতর্কতা ও যত্ন আশা করে মহিলা কমিশন

সাব্রুম মনুবাজারের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় শ্রীনগর গ্রামে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে ১৭/২/১০ তারিখ সন্ধ্যা বেলায়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যরা ২৩/২/১০ তারিখ মনু থানা থেকে ঠিকানা নিয়ে নির্যাতিতা এবং তার আত্মীয় পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন।

নির্যাতিতা শ্যামলীর (কল্পিত নাম) মা একজন স্বামী পরিত্যক্তা। শ্যামলীর জন্মের চার/পাঁচ পরই তার বাবা তাকে ও তার মা'কে ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে তিনি দিন

28/07/10
Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নংঃ তারিখ ঃ

মজুরের কাজ করে মা মেয়ের সংসার প্রতিপালন করছেন। তিন মামা এবং শ্যামলীরা পাশাপাশি বাস করেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় শ্যামলীর মা তাকে মেজমামীর কাছে রেখে সমরেন্দ্র নগরে বাজার করতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শ্যামলী যখন ছোট মামাতো ভাইকে পড়াচ্ছিল তখন প্রতিবেশী লক্ষণ শীলের ছেলে প্রশান্ত মামীর ঘরে এসে শ্যামলীকে কেরোসিন তেল দিতে বলে। শ্যামলী হাতে বাতি নিয়ে তার ঘরে গিয়ে তাকে কেরোসিন তেল দেয়। তখন প্রশান্ত শ্যামলীকে তার বাড়ীতে যেতে বলে। শ্যামলী রাজী হয়না। মামী শুনতে পেয়ে তিনিও আপত্তি করেন। প্রশান্ত তখন বাতিটা নিভিয়ে দেয় এবং শ্যামলীর কুপিটা নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা দেয় ও শ্যামলীকে বলে তার বাড়ী থেকে শ্যামলী যেন কুপিটা নিয়ে আসে। স্বল্পবুদ্ধির এবং কিছুটা প্রতিবন্ধী শ্যামলী সরল মনে কুপিটা আনার জন্য প্রশান্তর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তখন প্রশান্ত শ্যামলীকে জোর করে তার ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। শ্যামলী চীৎকার দিতে চাইলে প্রশান্ত শ্যামলীর মুখ চেপে ধরে তাকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায় ও জোর করে তাকে ধর্ষণ করে। শ্যামলী নিজেকে বাচাঁবার আপ্রান চেষ্টা করে ও শরীরের নানান জায়গায় আঘাত পায়। কিন্তু নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

এমন সময় শ্যামলীর মেজমামী প্রশান্তর ঘরের দারজায় এসে শ্যামলীকে ডাকতে থাকেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ দেখে দারজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। শ্যামলী উত্তর দিতে চেষ্টা করলে প্রশান্ত শ্যামলীর গলা চেপে ধরে ও তাকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। উত্তর না পেয়ে মামীর সন্দেহ বেড়ে যায়। তিনি দরজায় কান পেতে শুনেন যে প্রশান্ত শ্যামলীকে মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। তখন মামী চীৎকার করতে থাকেন। বিপদ বুঝে প্রশান্ত শ্যামলীকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয়। শ্যামলী মামা-মামীকে সব ঘটনা খুলে বলে। এই সময় প্রশান্তর বড় ভাই

২৮/১/১০

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নংঃ

তারিখ ঃ

বেচারাম শীল শ্যামলীর মামার বাড়ী এসে সকলের সামনে শাসায় যে এ ঘটনা কাউকে জানালে বা থানায় গেলে সে শ্যামলীকে ও তার মাকে মেরে ফেলবে। শ্যামলীর মা কাজ থেকে ফিরে এসে সব ঘটনা জানতে পারেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীদীপক দাসকে জানান। দীপক দাস তখন শ্যামলী ও তার মাকে নিয়ে এবং পাড়ার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে প্রশান্তদের বাড়ী যান। সেখানে সকলের সামনে প্রশান্ত তার অপরাধ স্বীকার করে। পরদিন পঞ্চায়েতে এ ঘটনা নিয়ে বিচার বসে । কিন্তু অভিযুক্ত প্রশান্তর বাড়ীর কেউই সেখানে উপস্থিত হয়নি। তখন পঞ্চায়েতের নির্দেশক্রমে শ্যামলীর মা ১৮/২/১০ মনু থানায় প্রশান্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। সে রাত্রেই পুলিশ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে এবং সে অতি সহজেই জামিনও পেয়ে যায়।

স্বল্পবুদ্ধির একটি নাবালিকাকে ধর্ষণের মত এত বড় অপরাধের ঘটনা ভারতীয় দন্ডবিধির বিধান অনুযায়ী হওয়া উচিত বলে মহিলা কমিশন মনে করে। তাই এই ঘটনাটির ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গ্রামে বা পঞ্চায়েতে বিচার হওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। অভিযুক্ত অপরাধীর বয়সের সঠিক প্রমানপত্র সংগ্রহ করে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন পুলিশকে বলেছে। তা না করতে পারলে এই ধরণের অপরাধ সমাজে আরও বাড়তে থাকবে।

26/2/10

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.